ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 84 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৪০ ● কলকাতা ● ১৭ ভাদ্র, ১৪৩২ ● বুধবার ● ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 47

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এটাই কারন যে যেখানে সুরক্ষিত অনুভব হয়, পাখী সেখানেই নিজের বাসা বানায়। ভাল আভামণ্ডলের প্রভাবে প্রাণী সুরক্ষিত অনুভব করে আর প্রাণীর ঐ স্থানে ভাল লাগে। ঐ স্থানে বেশী সময় থাকার ইচ্ছা হয়। আর যে স্থানে ভাল প্রভাব থাকে না, সেখানে একদম থাকার ইচ্ছা হয় না।" গুরুদেবের সান্নিধ্যে কখন সকাল থেকে সন্ধ্যা হোত, বোঝাই যেত না। দিন এমনভাবে কাটছিল, মনে হত সময়ের পাখা গজিয়েছে।

গুরুদেবের গুহার সামনের দিকে এক জলাশয় ছিল আর তার ঠিক সামনে সূর্যোদয় হত। ডানদিকে এক জলপ্রপাত ছিল।

ক্রমশঃ

কন্নড় জানেন?' রাষ্ট্রপতিকে সটান প্রশ্ন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মাইশূর: একজন দেশের শীর্ষ সাংবিধানিক প্রধান। অন্যজন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।। একজন অতীতে বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অন্যজন দাক্ষিণাত্যের কংগ্রেস রাজনীতির প্রধান মুখ। প্রথম জন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আর দ্বিতীয় জন কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।ওই প্রশ্ন শুনে না ঘাবড়ে সপ্রতিভভাবেই দ্রৌপদী মুর্মু বলেন, 'আমি সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জানাচ্ছি, কন্নড় আমার মাতৃভাষা নয় (রাষ্ট্রপতি নিজে ওড়িয়া)। কিন্তু আমি দেশের প্রতিটি ভাষা, সংস্কৃতি ও রীতিনীতিকে ভীষণ ভালবাসি। প্রত্যেকের উপরেই আমার বিশেষ শ্রদ্ধা রয়েছে। আমি আশা করি, প্রত্যেকেই তাদের ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখুক, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করুক এবং সেই দিকে এগিয়ে যাক। আমি এর জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই। আমি অবশ্যই ধীরে ধীরে কন্নড় ভাষা শেখার চেষ্টা করব।'

'আপনি কন্নড়' জানেন? প্রথমজনকে সটান প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন দ্বিতীয় জন। আর ওই

এরপর ৩ পাতায়

ফ্লু প্রতিরোধের জন্য জাইডাস ভারতের প্রথম ট্রাইভ্যালেন্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন VAXIFLU™ লঞ্চ করেছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২৫: জাইডাস লাইফসায়েন্সেস লিমিটেড, একটি বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবনী নেতৃত্বাধীন স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা, আজ ভারতে প্রথমবারের মতো প্রবর্তিত তাদের ট্রাইভ্যালেন্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা (ফ্লু) ভ্যাকসিন VAXIFLU™ চালু করার ঘোষণা দিয়েছে, যা ডাব্লিউএইচও'র বিশ্বব্যাপী সুপারিশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মৌসুমি ইনফ্লুয়েঞ্জার কারণে ফ্লু বিশ্বব্যাপী একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য উদ্বেগের বিষয়, যার ফলে প্রতি বছর 3-5 মিলিয়ন মানুষ গুরুতর অসুস্থতার শিকার হয় এবং 290,000 থেকে 650,000 জন শ্বাসযন্ত্রের কারণে মারা যায়। এই রোগটি শিশু, বয়স্ক এবং দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতার মতো দুর্বল জনগোষ্ঠীকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে.

মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসগুলি দ্রুত বিকশিত হয়, যার ফলে ডাব্লিউএইচও'র জিআরএসআরএস এর মতো বিশ্বব্যাপী নজরদারি ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত ভ্যাকসিন রচনাগুলিতে বার্ষিক আপডেটের প্রয়োজন হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র (সিডিসি) এর মতো সংস্থাগুলি নজরদারি এবং টিকা অ্যাক্সেস জোরদার করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, কভারেজ অসম রয়ে গেছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার বিশ্বব্যাপী প্রভাব প্রশমিত করার জন্য প্রস্তুতি উন্নত করা এবং ন্যায়সঙ্গত টিকা বিতরণ গুরুত্বপূর্ণ।

ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিনে রূপান্তর সম্পর্কে বলতে গিয়ে, ডাঃ পারভেজ কুল, - এফআরসিপি (পালমোনারি মেডিসিন) (রয়েল কলেজ অফ ফিজিশিয়ানস, লন্ডন), এফইআরএস (ফেলো অফ ইউরোপিয়ান রেসপিরেটরি সোসাইটি) "ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং এর জটিলতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে দেখা যায়। বিশ্বব্যাপী, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন চতুর্মুখী এবং ত্রিমুখী ফর্মুলেশন হিসেবে পাওয়া যায়। 2020 সালের মার্চ থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের বিশ্বব্যাপী সঞ্চালনের ধরণ বিবেচনা করে, যেখানে ইনফ্লুয়েঞ্জা বি ইয়ামাগাটা ভাইরাসের কোনও প্রচলন নেই, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, সিডিসি ইত্যাদি স্পষ্টভাবে সুপারিশ করেছে যে বি/ইয়ামাগাটার ভ্যাকসিন ফর্মুলেশনের একটি উপাদান হওয়া আর উচিত নয়। আমেরিকা সহ প্রায় 40টি দেশ ইতিমধ্যেই ট্রাইভ্যালেন্ট টিকা গ্রহণ করেছে। এই পরিস্থিতিতে, ট্রাইভ্যালেন্ট ইনফ্লুয়েঞ্জা টিকা ব্যবহারের জন্য সবচেয়ে বৈজ্ঞানিক ফর্মুলেশন। আরও বলা প্রয়োজন যে, ভারতেও ইনফ্লুয়েঞ্জা বি/ইয়ামাগাটার কোনও রিপোর্ট পাওয়া যায়নি এবং তাই ট্রাইভ্যালেন্ট ফর্মুলেশনই স্পষ্টতই এগিয়ে যাওয়ার পথ। গত 5 বছর ধরে যে ভাইরাসটি আর প্রচলিত নেই, তার বিরুদ্ধে টিকা দেওয়ার কোনও অর্থ নেই।"

শওকতের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক চালকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাসপাতালে ভর্তি করেও শেষ রক্ষা হল না। এসএসকেএমে মৃত্যু হল ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার গাড়ির ধাক্কায় আহত যুবকের। জানামাত্রই দুঃখপ্রকাশ করলেন বিধায়ক।আহত যুবক, অর্থাৎ কড়েয়া থানা এলাকার বাসিন্দা মহম্মদ তাজউদ্দিনকে তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। শুরু হয় চিকিৎসা। কিন্তু তাতেও লাভ হল না। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন যুবক। বিষয়টা জানার পরই দুঃখপ্রকাশ করেন বিধায়ক

এরপর ৬ পাতায়

সেনার ট্রাকের', বিতর্কের মধ্যে 'জিরো টলারেন্স' মনে করাল পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

মহাকরণের সামনে দিয়ে সেনার একটি ট্রাক বেপরোয়া গতিতে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। সিগন্যাল না মেনে সেটি ডান দিকে ঘোরানো হয় বলে অভিযোগ। সেনা ট্রাকের ঠিক পিছনেই ছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ বর্মার গাড়ি। পুলিশ কর্তার গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ার আশঙ্কাও ছিল। তাঁর নিরাপত্তার কারণে সেনার গাড়ি আটকানো হয়েছিল।সোমবার মেয়ো রোডে তৃণমূলের ভষা আন্দোলন চলাকালীন আচমকাই মঞ্চ খুলে দিয়েছিল সেনাবাহিনী। খবর পেয়ে সেখানে ছুটে যান খোদ তৃণমূল নেত্রী। সেনা বিজেপির কথায় এমন কাজ করেছে বলে অভিযোগ তোলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশকে না জানিয়ে মঞ্চ খোলা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে। তা নিয়ে সেনা ও পুলিশের দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। আর মঙ্গলবার সেনার গাড়ি নিয়ে সংঘাত তৈরি হল।, মঙ্গলবার সকালে ওই ঘটনা ঘিরে ব্যাপক শোরগোল পড়েছিল। সেই বিষয়ে এদিন বিকেলে সাংবাদিক বৈঠক করে কলকাতা পুলিশ। বেপরোয়া গাড়ি নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি পুলিশের। সেই কথা পরিষ্কার জানানো হয়েছে। এদিন কলকাতা পুলিশের ডিসি ট্রাফিক শ্রীকান্ত জে এই বিষয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন।

এদিন পুলিশের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে, সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেভাবে পদক্ষেপ করা হত, এক্ষেত্রেও তাই-ই করা হয়েছে। সেনার ওই ট্রাক ট্রাফিক আইন ভেঙেছে বলে অভিযোগ। সিগনাল চালক দেখতে পায়নি বলে জানা গিয়েছে। এই বিষয়টি হেয়ার স্ট্রিট থানা দেখছে। হেয়ার স্ট্রিট থানায় ওই সেনার ট্রাকটিকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরে সেনাবাহিনীর থেক থানায় গাড়িটি ছাড়াতে যাওয়া হয়েছিল। সূত্রের খবর, মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্টে মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন কলকাতা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা বিষয়টি ট্রাফিকের। তবে এক্ষেত্রে বেপরোয়া গাড়ি নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতিই বহাল রাখতে চাইছে পুলিশ।

মহাকরণের সামনে দিয়ে বেপরোয়া গতিতে এসে সেনার ট্রাকটি ডানদিকে বাঁক নিতে গিয়েছিল। সেনার তরফে জানানো হয়েছিল আয়কর ভবন যাওয়ার জন্য গাড়িটি ডানদিকে বাঁক নিচ্ছিল। কিন্তু পুলিশের দাবি, আয়কর ভবন যেতে গেলে ওই রাস্তা দিয়ে যেতে হয় না। রাস্তাতে 'নো রাইট টার্ন' বোর্ডও ছিল। তারপরও চালক ওই রাস্তায় ট্রাকটি নিয়ে যেতে চেষ্টা করেছিল। গোটা বিষয়টি নিয়ে ফোর্ট উইলিয়ামের সঙ্গে কলকাতা পুলিশের কথা হয়নি। এদিন সেই কথা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

(১ম পাতার পর)

কন্নড় জানেন?' রাষ্ট্রপতিকে সটান প্রশ্ন কংগ্রেস মুখ্যমন্ত্রীর

প্রশ্ন শুনে প্রকাশ্যেই নিজের অজ্ঞতার কথা স্বীকার করে নিলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর নির্ভেজাল স্বীকারোক্তি ছিল-'জানিনা। তবে শিখে নেওয়ার চেষ্টা করব'। দেশের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রীর এমন প্রশ্নোত্তর পর্ব গুরুগম্ভীর অনুষ্ঠানে এক দমকা খোলা হাওয়া বয়ে নিয়ে এল।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব স্পিচ অ্যান্ড হিয়ারিং (এআইআইএসএইচ)-এর হীরক জয়ন্তী অনুষ্ঠানে অংশ নিতে মাইশূরে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। তাঁকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান কর্নাটকের রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গহলৌত ও মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

এআইআইএসএইচ-এর অনুষ্ঠানে শুরুতেই কন্নড় ভাষায় বক্তৃতা শুরু করেন মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক তখনই তাঁর মনে পড়ে মঞ্চে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। খানিকটা দুষ্টুমির হাসি নিয়ে সিদ্দারামাইয়া রাষ্ট্রপতিকে সটান প্রশ্ন ছুড়ে দেন-ম্যাডাম, আপনি কি কন্নড় জানেন?

পশ্চিম মেদিনীপুরের সংগঠনিক কোন্দল - কলকাতা থেকে ঐক্যর বার্তা অভিষেকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে বৈঠকেই পশ্চিম মেদিনীপুরের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে কাজিয়ায় জড়িয়ে পড়ায় এই নেতাদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করার কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আগামী দিনে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ নেতৃত্ব ব্লক স্তরে যে রদবদল করবেন তা মেনে নিয়েই কাজ করতে হবে, এ কথাও স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। কলকাতার ক্যামাক স্ট্রিটে সোমবার ঘাটালের পাশাপাশি হুগলির আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার নেতৃত্বকে নিয়ে অভিষেক বৈঠক করেন। তৃণমূলের ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার বৈঠকে রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী মানস ভুঁইয়া, শিউলি সাহা, প্রাক্তন মন্ত্রী হুমায়ুন কবীর, পোড়খাওয়া নেতা অজিত মাইতি-সহ শাখা সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত একাধিক নেতার বক্তব্য, এই সাংগঠনিক জেলার ব্লক স্তরের নেতৃত্ব কাজকর্ম নিয়ে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে রাধাকান্ত মাইতির প্রবল মতপার্থক্য দেখা দেয়। ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার চেয়ারপার্সন পদে এখন রয়েছেন রাধাকান্ত। অতীতে তিনি ডেবরার বিধায়ক ছিলেন। এখন ডেবরার বিধায়ক হুমায়ুন। এই দুই নেতার সম্পর্ক মসৃণ নয় বলেই জেলার নেতাদের বক্তব্য। কেশপুরে ব্লক স্তরের নেতৃত্ব বদল নিয়েও শিউলির সঙ্গে এই সাংগঠনিক জেলার একাংশের মতপার্থক্য দেখা গিয়েছে। ডেবরা, পিংলা ও কেশপুর ব্লকের নেতৃত্ব বদল নিয়ে কাজিয়ায় জড়িয়েছেন এই নেতারা। এই বৈঠকে উপস্থিত এক নেতার কথায়, 'রাধাকান্ত, শিউলি, হুমায়ুন, অজিত তাঁদের মতো প্রস্তাব দিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন এই প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা হবে। শেষ পর্যন্ত দলনেত্রী চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।'

সোমবার গভীর রাতে বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ২

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

ঘটনার সূত্রপাত শনিবার মুচিপাড়ায়। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে অস্ত্র-সহ দুই দুষ্কৃতীকে হাতেনাতে পাকড়াও করল পুলিশ। তাদের কাছ থেকে দেশীয় পদ্ধতিতে তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র ও তাজা কার্তুজ পাওয়া গিয়েছে। পুজোর

এরপর ৪ পাতায়

বিধানসভা থেকে আবার সাসপেন্ড শুভেন্দু

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

আবার উত্তাল বিধানসভা। সোমবার মেয়োরোডে তৃণমূলের মঞ্চ খুলে দেয় সেনা বাহিনী। সেখান থেকে শুরু গন্ডগোলের। তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার জেলায় জেলায় তৃণমূলের প্রতিবাদ সভা। আর বিধানসভায় প্রস্তাব আনে তৃণমূল। মঙ্গলবার মেয়ো রোডের ঘটনার প্রসঙ্গ উঠতেই ফুঁসে ওঠেন তৃণমূল বিধায়করা। সেই সময় সেনার পক্ষে স্লোগান তোলেন শুভেন্দু। তারপরই তাঁকে সাসপেন্ড করা হয় বলে দাবি বিরোধী দলনেতার। সোমবার দুপুরে মেয়ো রোডে তৃণমূলের ভাষা আন্দোলনের মঞ্চ খুলে দিয়েছে সেনা। ঘটনার পরই ওই স্থানে ছুটে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু তাই নয়, সেনাকে ব্যবহার করে বিজেপি এই কাজ করিয়েছে বলেও তোপ দাগেন তৃণমূল সুপ্রিমো। আর মঙ্গলবার সেই প্রসঙ্গই ওঠে বিধানসভায়। এদিন রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, "গতকাল সেনাবাহিনী যেভাবে বাংলা ভাষার মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে, সেটা ১৯৭১-এর ২৫ মার্চ পাকিস্তান আর্মি যেভাবে খুন করেছিল, তার মতোই।"

এই আলোচনা প্রসঙ্গেই মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, বিজেপি বাংলা বিরোধী দল। এরপরই উত্তাপ বাড়ে। সরব হন বিজেপি বিধায়করা। 'ইন্ডিয়ান আর্মি জিন্দাবাদ' বলে স্লোগান দিতে শুরু করেন শুভেন্দু। বিজেপির ওয়াক আউট করে বেরিয়ে যায়। এরপর আজ, মঙ্গলবারের জন্য শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করা হয়। বাইরে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, "আমাকে আবারও সাসপেন্ড করা হয়েছে। সেনার হয়ে বলার জন্য সাসপেন্ড হতে হয়েছে। আমি সেনার জন্য গর্ব অনুভব করি।

সম্পাদকীয়

মেয়ো রোডে ভাষা আন্দোলন মঞ্চ ভাঙাকে কেন্দ্র করে সেনা ও কলকাতা পুলিশের সংঘাত

মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি। সোমবার মেয়োরোডে তৃণমূলের প্রতিবাদ মঞ্চ খুলে ফেলে সেনা বিভাগের লোকেরা। তার প্রতিবাদের মঙ্গলবারের কর্মসূচি। আর মঙ্গলবার , সেনার ট্রাক আটকাল কলকাতা পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, রাইটার্স বিল্ডিংয়ের সামনে সেনার ট্রাকটি থামিয়েছে ট্রাফিক কন্ট্রোলাররা। খবর দেওয়া হয়েছে হেয়ার স্ট্রিট থানাকে। কিন্তু হঠাৎ করেই কেন সেনা ট্রাক থামাতে গেল পুলিশ? কী দোষ করছিল তারা? জানা গিয়েছে, ওই বিপজ্জনক ভাবে আসছিল ট্রাকটি। মানেনি সিগন্যালও। সেই কারণেই ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে ট্রাকটিকে আটকান কর্মরত ট্র্যাফিক কন্ট্রোলাররা। প্রশ্ন উঠেছে, সোমবার সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে সংঘাত তৈরী হয়েছিল এটা কি তারই কারণে ঘটেছে!

সূত্রের খবর, ওই ট্রাকের পিছনেই আবার আসছিল কলকাতার নগরপাল মনোজ ভার্মা কনভয়। লালবাজারের দিকে যাচ্ছিলেন সিপি। তবে কলকাতা পুলিশের এই সকল অভিযোগকে একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন সেনা জওয়ানরা। এই প্রসঙ্গে ট্রাকের মধ্যে থাকা এক জওয়ান জানিয়েছেন, "নগরপালের গাড়ি যে পিছনে ছিল, তা আমরা জানতাম না। আর ট্রাক অনেক ধীর গতিতেই চলছিল। এখানে যে একটা বিভাজন রয়েছে, তা বোঝাই যায়নি। রেড লাইট ছিল, কিন্তু আমরা তো অন্যদিকে যাচ্ছিলাম।" সেনা সূত্রে খবর, আপাতত তৈরি হওয়া সমস্যা মেটাতে ফোর্ট উইলিয়ামের ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ঘটনাস্থলে থাকা জওয়ানরা।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(দশম পর্ব)

ইতিহাস পুরোটাই কিংবদন্তীর ওপর নির্ভর করে।

আগে কালী ছিলেন অনার্যদেবী। তখনও তিনি হিন্দু দেবদেবীদের মধ্যে পুরোপুরি ঠাঁই পান নি। কালীর পূজো পুরনো বিশ্বাস অনুযায়ী নর ও অন্যান্য বলি দিয়ে করা হত। তাই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল কালীক্ষেত্রের এই দুর্গম জঙ্গলপূর্ণ এলাকায় যেখানে তখন আইনের শাসন ও সভ্যতার আলো এসে পৌঁছয়নি।

এই অঞ্চলের অধিবাসী তখন প্রধানত পোদ, জেলে, দুলে,বাগদী প্রভৃতি আদিবাসী। কিছু তান্ত্রিক ও ব্রাহ্মণ তীর্থ যাত্রী গোপনে পূজো দেবার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

সোমবার গভীর রাতে বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ড থেকে অস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার ২

মরশুমে শহরে বড়সড় কোনও নাশকতার ছক ছিল বলে প্রাথমিক অনুমান তদন্তকারীদের। গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশ। মুচিপাড়া থানা সূত্রে খবর, একটি গাড়ি মুচিপাড়ার যৌনপল্লি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় দুর্ঘটনা ঘটায়। এলাকার বাসিন্দারা গাড়িটিকে তাড়া করলে তখনকার মতো এলাকা ছেড়ে পালায় আরোহীরা কিন্তু কিছুক্ষণ পর 'বদলা' নিতে তুলতে দু'টি বাইকে করে দুই যুবক প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রিটের কাছে এসে শূন্যে চার রাউন্ড গুলি চালায়।

রাতের শহরে স্বভাবতই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কাউন্সিলর পরদিন মুচিপাড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে দুষ্কৃতীদের খুঁজছিল পুলিশ। এর মাঝেই গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ময়দান থানার পুলিশ সোমবার রাত সাড়ে ১২টার পর হানা দেয় বাবুঘাট বাসস্ট্যান্ডে। অস্ত্র-সহ হাতেনাতে ধরা পড়ে দুই দুষ্কৃতী। তাদের নাম আয়ুষ ঝা, পীযূষ গুপ্তা। জেরায় জানা গিয়েছে, তারা দেশীয় পদ্ধতিতে অস্ত্র তৈরি করে এবং সেসব বিক্রি করার উদ্দেশে কলকাতায় এসেছিল। এও জানা যায়, মুচিপাড়ায় শনিবার রাতে যে শুটআউট হয়েছিল, তাতে হাত ছিল এই দু'জনের। এরপরই তাজা কার্তুজ-সহ তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

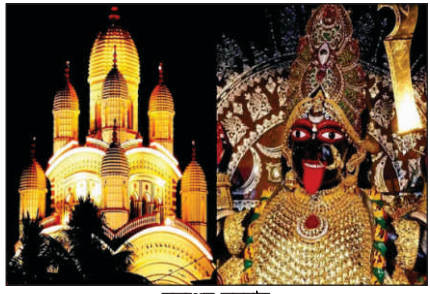

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

... নেপালে তিব্বতে ও মাঞ্চুরিয়ায় হেরুকের এই মূর্তি পাওয়া যায়। হেরুকের সহিত যখন শক্তি থাকে তখন তাঁহার নাম হয় হেবজ্র। সেসব মূর্তি এখানে বর্ণনা করা সম্ভব না।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাংলা ভাষাভাষীদের নির্যাতনের প্রতিবাদে আজ বিধানসভায় প্রস্তাব আনছে শাসক দল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- ২০২৬ নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসক তৃণমূলের হাতে একেবারে হাতে গরম নতুন ইস্যু - বাঙালি অস্মিতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে, বিশেষকরে দিল্লি সহ বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের নির্যাতন করা হচ্ছে। এই নিয়ে সরব মমতা সহ সমস্ত তৃণমূল। এ নিয়ে এবার বিধানসভায় বাঙালি আবেগে শান। এই নিয়ে আজ বিধানসভায় প্রস্তাব আনছে শাসক দল। এ নিয়ে তরজা তুঙ্গে। এবার বিধানসভায়, বাঙালি আবেগে শান! বাংলার বাসিন্দা, কাজ করেন ভিন রাজ্যে। সেখানে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ অত্যাচার করছে পুলিশ। এর প্রতিবাদে আজ, মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রস্তাব আনছে শাসক দল। শান দিতে চাইছে বাঙালি আবেগে।

১৬৯ ধারায় এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষা বিশ্বে পঞ্চম এবং এশিয়ায় দ্বিতীয় সংবিধানের অষ্টম তফসিলে বাংলা ভাষা অন্তর্ভুক্ত। ২০১১-র আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের ৮.৩ শতাংশ মানুষ বাংলায় কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের বরাক উপত্যকার সরকারি ভাষা বাংলা। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী রয়েছেন। ভিন রাজ্যে বাংলাভাষীদের উপর আক্রমণ ও মানসিক নির্যাতন চলছে।পরিযায়ীদের আটক করে পরিবারের থেকে জরিমানা করা হচ্ছে। তাঁদের 'বাংলাদেশি' তকমা দিয়ে বাংলাদেশে জোর করে পাঠানো হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে সোচ্চার রাজ্যের শাসকদল।

ভারতের বিরুদ্ধে এসসিও সদস্যপদ স্থগিতের অভিযোগ আজারবাইজানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের বিরুদ্ধে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থায় (এসসিও) নিজেদের সদস্যপদ স্থগিতের অভিযোগ করেছে আজারবাইজান। পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জেরে ভারত এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি করেছে দেশটি।

একই সঙ্গে ভারতের বিরুদ্ধে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগ করেছে আজারবাইজানের মিডিয়া। তারা অভিযোগ এনেছে, নয়াদিল্লির সিদ্ধান্তটি অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানের প্রতি ভারতের সমর্থনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

এক বৈঠকের সময় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শেহবাজ শরিফকে অভিনন্দন জানান আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ।

এ বছরের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে তিনি ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জয় হয়েছে বলে ইসলামাবাদকে অভিনন্দন জানান। ইলহাম আলিয়েভ বলেন, নয়াদিল্লির কড়াকড়ি সত্ত্বেও ইসলামাবাদের সঙ্গে ভ্রাতৃত্বকে গুরুত্ব দেবে বাকু। পাকিস্তান ও আজারবাইজানের মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিস্তর করার বিষয়েও বলেন তিনি।

এর আগে আজারবাইজানের মিডিয়া দাবি করে, নয়াদিল্লি পুনরায় এসসিওতে বাকুর সদস্যপদ লাভে বাধা দিয়েছে। অপারেশন সিঁদুরের সময় পাকিস্তানকে পূর্ণ সমর্থন দেয় আজারবাইজান। দেশটির পক্ষ থেকে বলা হয়, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনায় তারা উদ্বিগ্ন।

অভ্যুত্থানের আগে গুরুত্বপূর্ণ সেনাঘাঁটির শীর্ষ পদে ঘনিষ্ঠদের বসালেন সেনাপ্রধান ওয়াকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঢাকা : দেশের শাসনক্ষমতার রাশ নিজের হাতে নেওয়াই যে তাঁর লক্ষ্য, সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে তা স্পষ্ট করে দিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান। তদারকি সরকারের উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসকে চাপ দিয়ে দিয়ে নিজের দুই ইয়েসম্যানকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দেওয়ার পাশাপাশি একাধিক সেনানিবাসের শীর্ষ পদে অর্থাৎ জিওসি পদেও অনুগতদের বসিয়েছেন।সেনা সদর দফতরের তরফে প্রকাশিত বিবৃতি অনুযায়ী, 'মিলিটারি অপারেশনসের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল নাজিম-উদ-দৌলাকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে কুমিল্লা সেনা ঘাঁটির জিওসি করা হয়েছে। সেনাসদরের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাজ্জাদ হোসেনকে মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনা কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সেনা কল্যাণ সংস্থার চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল হাবিব উল্লাহকে বদলি করে বিদেশ মন্ত্রকে পাঠানো হয়েছে। ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের পদাতিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল তৌহিদুল আহমেদকে বগুড়ার জিওসি করা হয়েছে। তাঁর জায়গায় পাঠানো হয়েছে কুমিল্লার জিওসি মেজর জেনারেল আবুল হাসনাত মোহাম্মদ তারিককে। বগুড়ার এরিয়া কমান্ডার ও জিওসি মেজর জেনারেল আসাদুল হককে নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও সাভারের এরিয়া কমান্ডার হিসেবে বদলি করা হয়েছে। এই বদলি সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকারের অভ্যুত্থানের নীল নকশার অংশ বলেই মনে করছেন প্রবীণ সেনা আধিকারিকরা। বগুড়া, কুমিল্লা, সাভার ও ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের মতো চার গুরুত্বপূর্ণ সেনা ঘাঁটির দায়িত্ব নিজের ঘনিষ্ঠদের হাতে তুলে দিয়েছেন। যাতে অভ্যুত্থানের সময়ে সেনার অন্দরে কোনও বিদ্রোহ দানা বাঁধতে না পারে।তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাভার।

গত মাস তিনেক ধরেই দেশ জুড়ে লাটে উঠেছে আইনশৃঙ্খলা। প্রকাশ্যে চলছে ধর্ষণ-খুন-রাহাজানি-ছিনতাই। স্বাধীনতার পরে আইনশৃঙ্খলার এমন অবনতি কখনও ঘটেনি বলেই মনে করছেন প্রবীণ নাগরিকরা। পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, সন্ধে তো দূর অস্ত, দিনের বেলাতেই রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ। আইনশৃঙ্খলার এমন অবনতিতে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে ক্ষমতালোভী বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামান। সোমবার সামান্য সময়ের ব্যবধানে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ও তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেছেন তিনি। আর ওই বৈঠকের পরেই জোর জল্পনা শুরু হয়েছে, ফের ১/১১ ঘটতে পারে যে কোনও মুহূর্তে। তদারকি সরকারকে সরিয়ে শাসন ক্ষমতা দখল করতে পারে সেনাবাহিনী।

দেশের আইনশৃঙ্খলার অবনতির কারণে যে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার পথ উজ্জ্বল হয়েছে তা রবিবার (৩১ অগস্ট) বিএনপি-জামায়াত ইসলামী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূস। তিন দলের নেতাদের সতর্ক করে দিয়ে তিনি বলেছেন, 'ক্ষমতা দখলের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান। দেশ জুড়ে যে নৈরাজকতা চলছে তার পিছনে পূর্ণ মদত রয়েছে সেনাবাহিনীর। ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করতেই পরিকল্পিতভাবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো হচ্ছে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন করা সম্ভব না হলে বিপজ্জনক দিকে এগোবে দেশ।'

ইউনূসের ওই আশঙ্কার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নতুন করে অতি সক্রিয় হতে দেখা গিয়েছে সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ জামানকে। এদিন সকালে প্রথমে যমুনায় গিয়ে মোল্লা ইউনূসের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সূত্রের খবর, মব ভায়োলেন্স রুখতে পুলিশের ব্যর্থতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন ওয়াকার। পুলিশ মব ভায়োলেন্সে জড়িতদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তোলেন। পরিস্থিতি সাতদিনের মধ্যে নিয়ন্ত্রণে না আনলে সেনাবাহিনী চুপ করে থাকবে না বলেও জানিয়ে দেন। এর পরে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে দেখা করেন। রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।'

ইউনূস ও সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে জেনারেল ওয়াকারের বৈঠকের পরেই বাংলাদেশ সেনার জনসংযোগ দফতরের (আইএসপিআর) তরফে এক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। ওই বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সব সময় পাশে থাকবে বলে রাষ্ট্রপতি ও তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে আশ্বাস দিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।' আইএসপিআরের ওই বিবৃতির কয়েক ঘন্টা পদেই সেনার একাধিক শীর্ষ পদে বদল ও দুজনের মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতির ঘোষণায় সেনা অভ্যুত্থানের জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে।

(২ পাতার পর)

শওকতের গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু বাইক চালকের

শওকত। তিনি বলেন, "গাড়িটা ব্রেক ডাউন হওয়ার ফলেই এই ঘটনা। দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা।"

মঙ্গলবার সকালে ভাঙড় থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। বামনঘাটা এলাকায় ঘটে দুর্ঘটনা।বিধায়কের গাড়ির সামনে থাকা কলকাতা পুলিশের পাইলট কার ধাক্কা দেয় সামনের একটি বাইকে। ছিটকে পড়ে যান ওই বাইক আরোহী। গুরুতর জখম হন ওই যুবক। চুরমার হয়ে যায় বাইক। এরপর পাইলট কারটি ধাক্কা দেয় একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে। দুমড়ে যায় গাড়ির সামনের অংশ। পিছনের গাড়িতেই ছিলেন বিধায়ক। চালকের বুদ্ধির জেরে অল্পের জন্য রক্ষা পান তিনি।

সিনেমার খবর

উত্তম কুমারের যে আবদার রাখতে পারেননি সুচিত্রা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উত্তম-সুচিত্রা জুটির ম্যাজিককে টেক্কা আজও দিতে পারেন না কেউই। সেই 'হারানো সুর' সিনেমায় অলোক মুখোপাধ্যায় ও রমা মুখোপাধ্যায়ের প্রেম হোক, কিংবা 'সপ্তপদী'র রিনা ব্রাউনের সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু। কলকাতা বাংলার চলচ্চিত্রের দর্শকদের কাছে উত্তম-সুচিত্রা প্রেমের অনুপ্রেরণা। এমনকি সেই সময় রটেই গিয়েছিল, শুধু পর্দায় নয়, সুচিত্রা নাকি সত্যিই মন দিয়েছিলেন উত্তমকে। কিন্তু সেই প্রেমকে গোপনেই রেখেই অন্তরালে চলে গিয়েছিলেন তিনি।

সময়টা ১৯৭১। মুক্তি পেয়েছে উত্তম-সুচিত্রার 'আলো আমার আলো' সিনেমা। এই সিনেমায় সুচিত্রার অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন উত্তম। এমনকি ফোন করে সেই মুগ্ধতার কথা মহানায়িকাকেও জানিয়ে ছিলেন উত্তম। আর সঙ্গে আবদার করেছিলেন, সিনেমার ফ্লোর নয়, একান্তে একবারটি দেখা করার। কিন্তু তখন সিনেমাপাড়ার সবচেয়ে ব্যস্ত নায়িকা তিনি। হাতে তার একের পর এক সিনেমা। শুটিং থেকে কিছুতেই সময় বের করতে পারেননি। উত্তমের সঙ্গে সেই সাক্ষাৎ আর হয়নি। কিন্তু ততদিনে জীবন এগিয়ে গেছে।

২৪ জুলাই, ১৯৮০। হঠাৎ করেই গোটা দুনিয়া খবর পেল মহানায়ক আর নেই। উত্তমের মৃত্যুর খবর কানে যেতেই ভেঙে পড়েছিলেন সুচিত্রা। হাউ হাউ করে কেঁদে উঠেছিলেন। প্রথমে ভেবেছিলেন, শেষ দেখাও দেখবেন না উত্তমকে।

তবে ঘনিষ্ঠ সূত্রে শোনা যায়, চোখে চশমা পড়ে, অনুরাগীদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে উত্তমকে শেষ বিদায় জানিয়েছিলেন সুচিত্রা। সেটাই ছিল রিনা ব্রাউন ও কৃষ্ণেন্দুর শেষ দেখা। এরপরেই অন্তরালে চলে যান মহানায়িকা।

কাজলকে 'মোটা' বলে কটাক্ষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সম্প্রতি মুম্বাইয়ে দ্য ট্রায়াল সিজন ট্রয়ের ট্রেলার লঞ্চের অনুষ্ঠান ছিল। সেখানে একটা ব্ল্যাক ড্রেসে দেখা গেছে কাজলকে। সঙ্গে ছিলেন নায়ক যিশু সেনগুপ্ত। কাজলের সঙ্গে যিশু সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বেশ কিছু ছবি তুলেছেন। কাজল বেশ কিছু ছবিতে একা ধরা দিয়েছেন।

এই সাংবাদিক সম্মেলনের পর থেকে কিছু নেটিজেন লিখেছেন, কাজল মোটা হয়ে যাওয়ার কারণে তিনি যে পোশাকটা নির্বাচন করেছিলেন, তাতে দেখতে ভালো লাগছিল না।

এক নেটিজেন লিখেছেন, ৫১ বছর বয়স হয়েছে কাজলের। তাই হাতে এবং পেটে মেদ জমার ছাপ স্পষ্ট। এ রকম অবস্থায় অন্য কোনো পোশাক বেছে নিতে পারতেন কাজল।

আরেকজন লিখেছেন, কিছুদিন আগে একটা ইভেন্টে কাজলকে শাড়িতে দেখা গেছে। সেখানে তার পিঠে মেদ জমেছে সেটি বোঝা যাচ্ছিল। হাতে মেদ জমার কারণে কাজলকে দেখতে লাগছে।

এসব মন্তব্য পড়ে কাজলের সমর্থনে কথা বলেছেন তার কিছু অনুরাগী। একজন লিখেছেন, কাজলের গুণের কোনো শেষ নেই। তিনি আগের মতোই আকর্ষণীয় আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে একজন নায়ক বা নায়িকার চেহারায় পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক ব্যাপার। তা নিয়ে কটাক্ষ করা নিম্নরুচির পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়।

এমন কটাক্ষের মুখে পড়লেও কাজল অবশ্য কোনও বিবৃতি দেননি। শুধু কাজল নন, বিদ্যা বালন, সোনাক্ষি সিনহা, হুমা কুরেশির মতো নায়িকাদের ওজন বেড়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়। মালাইকা অরোরাকে আবার 'বুড়ি' বলে কটাক্ষ করা হয়েছে কিছুদিন আগে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ট্রোলিং নিয়ে আজকাল অনেক তারকা আর মাথা ঘামান না।

রণবীর-আলিয়ার আড়াইশো কোটি রুপির বাংলোর কাজ প্রায় শেষ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডে সুখী তারকা দম্পতিদের মধ্যে অন্যতম রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। তাদের দুজনার মধ্যে আত্মীক একটি সম্পর্ক রয়েছে, সম্পর্কের রসায়ন থেকেই তা দৃশ্যমান। ২০২২ সালে বিয়ের আগে থেকেই নতুন বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিয়েছিলেন তারা। অবশেষে তাদের নতুন বাড়ি প্রায় প্রস্তুত।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সেখানে মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত রণবীর ও আলিয়ার ছয় তলা বাংলোর সম্পূর্ণ সামনের দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বাড়িটির দাম আড়াইশো কোটি রুপি বলে জানা গেছে।

ওই বাড়ির প্রতিটি বারান্দায় প্রচুর সবুজ গাছ রয়েছে। ভিডিওতে বাংলোর ভেতরে বিশাল ঝাড়বাতিও দেখা যাচ্ছে।

জানা গেছে, বাংলোটির কাজ প্রায় শেষের দিকে। এক মাস পরই এটি পুরোপুরি প্রস্তুত হবে। আলিয়া ও রণবীর অক্টোবরের শেষের দিকে দীপাবলি আগে নতুন বাড়িতে স্থানান্তরিত হতে পারেন। আরও জানা গেছে, ৮ নভেম্বর এখানেই মেয়ে রাহা কাপুরের তৃতীয় জন্মদিন উদযাপন করবেন তারা।

বাংলোটি রণবীরের প্রয়াত দাদা-দাদীর নামে নামকরণ করা হয়েছে 'কৃষ্ণ রাজ'। বাংলোটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। কারণ এটি রণবীরের দাদা এবং প্রয়াত কিংবদন্তি অভিনেতা, চলচ্চিত্র নির্মাতা রাজ কাপুরের বাড়ি ছিল। ১৯৮০ সালে রাজের ছেলে এবং রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর এবং তার স্ত্রী নীতু কাপুরের হাতে এর দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। এখন সেটিই নতুনভাবে তৈরি করা হচ্ছে। পরবর্তী সময়ে বাংলোটি রাহার নামে নিবন্ধিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

প্রিটোরিয়াসের প্রধান কোচ হচ্ছেন সৌরভ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসএ টোয়েন্টির চতুর্থ আসরে জন্য প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের নতুন প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিতে যাচ্ছেন সৌরভ গাঙ্গুলি। ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে জনাথন ট্রটের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন তিনি।

গত বছর থেকে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের মূল কোম্পানি জেএসডব্লিউ স্পোর্টসের ক্রিকেট পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সৌরভ। সেই সূত্র ধরে প্রথমবার ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে কোচ হলেন তিনি।

এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে সেভাবে ধারাবাহিক হতে পারেনি প্রিটোরিয়া। প্রথম মৌসুমে শীর্ষে থেকে গ্রুপ পর্ব শেষ

করেছিল তারা। অবশ্য ফাইনালে হেরে যায় সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের কাছে। তারপর বাকি দুই মৌসুমেই পঞ্চম স্থানে থেকে প্লে-অফ খেলতে পারেনি।

সৌরভের নিয়োগে এবার ভাগ্য পাল্টানোর আশায় প্রিটোরিয়া। বিশাল অভিজ্ঞতা নিয়ে ভারতের সাবেক অধিনায়ক এই ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিচ্ছেন। ২০১৫ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০১৯ মৌসুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের মেন্টর হলেও বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হওয়ায় এই ফ্র্যাঞ্চাইজি ছেড়ে দেন।

গত বছর জেএসডব্লিউতে নিয়োগের পর থেকে তাদের একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির কোচ হওয়ার খুব কাছে ছিলেন সৌরভ। এই প্রতিষ্ঠানের জিএমআরের সঙ্গে যৌথভাবে আইপিএল ও ডব্লিউপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের মালিকানাও রয়েছে।

আগামী ২৬ অক্টোবর থেকে শুরু হবে এসএ টোয়েন্টির এবারের আসর। তার আগে ৯ সেপ্টেম্বর খেলোয়াড় নিলামে সৌরভকে দল গোছানোর দায়িত্ব নিতে হবে। নতুন কোচের হাতে গড়া দল নিয়ে আবারও শিরোপার চ্যালেঞ্জে ফিরতে চায় প্রিটোরিয়া।

বিদেশি লিগে দেখা যেতে পারে পূজারাকে?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের নির্ভরযোগ্য টেস্ট ব্যাটার চেতেশ্বর পূজারা অবসরের ঘোষণা দিয়েছেন দেশের সব ধরনের ক্রিকেট থেকে। তবে এখানেই শেষ নয়—বিদেশি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে দেখা যেতে পারে এই ডানহাতি ব্যাটারকে।

২০২৩ সালের জুনে ওভালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ছিল জাতীয় দলে পূজারার শেষ ম্যাচ। এরপর আর ডাক পাননি তিনি। টেস্টে ৪৩.৬০ গড় সত্ত্বেও দুই বছর ধরে জাতীয় দলে উপেক্ষিত হওয়ার আক্ষেপেই এবার অবসরের পথ বেছে নিলেন তিনি।

নিজের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে পোস্ট দিয়ে ৩৭ বছর বয়সী পূজারা জানান, "ভারতীয় দলের জার্সি গায়ে জড়ানো, জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া এবং মাঠে সর্বোচ্চটা দেওয়ার চেষ্টা করা—এসব অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়। প্রতিটি ভালো কিছুরই শেষ আছে, তাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমি ভারতীয় ক্রিকেট থেকে অবসর নিচ্ছি।"

২০১০ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হওয়া পূজারা ভারতের হয়ে খেলেছেন ১০৩টি টেস্ট ও ৫টি ওয়ানডে। টেস্টে করেছেন ৭১৯৫ রান, রয়েছে ১৯টি সেঞ্চুরি ও ৩৫টি হাফসেঞ্চুরি। এক দশকের বেশি সময় ভারতের তিন নম্বর পজিশনের অপরিহার্য ব্যাটার ছিলেন তিনি।

ওভালে ২০২৩ সালের জুনে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল ছিল তার শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ। এর পর থেকে নির্বাচকদের পরিকল্পনায় ছিলেন না।

তবে ক্রিকেট থেকে পুরোপুরি সরে যাচ্ছেন না পূজারা। গত মাসেই ভারতের ইংল্যান্ড সফরে তাকে দেখা গেছে ধারাভাষ্যকার হিসেবে। এমনকি এর আগে জানিয়েছিলেন, জাতীয় দলে ফেরার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে রঞ্জি ট্রফি খেলবেন। সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট সংস্থাকেও সে সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন।

তবে অবসরের ঘোষণার মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হলো—ভারতীয় ক্রিকেটের পথচলা শেষ হলেও নতুনভাবে শুরু হতে পারে তার বিদেশি লিগ ক্যারিয়ার।

আফগানিস্তান-বাংলাদেশ সিরিজের সূচি চূড়ান্ত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘরের মাঠে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষেই বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে এশিয়া কাপ। সেই টুর্নামেন্টের পরপরই আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে টাইগাররা।

রবিবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি) নিশ্চিত করেছে, আগামী অক্টোবর মাসে সংযুক্ত আরব আমিরাতে তিনটি ওয়ানডে ও তিনটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান।

টি-টোয়েন্টি সিরিজ আগামী ২, ৩ ও ৫ অক্টোবর এবং ওয়ানডে সিরিজ ৮, ১১ ও ১৪ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে। সবগুলো ম্যাচই অনুষ্ঠিত হবে সংযুক্ত আরব আমিরাতে।

আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নাসিব খান বলেন, বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে আমরা গর্বিত। এই সিরিজ আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন করবে এবং দর্শকদের জন্য নিরপেক্ষ ভেন্যুতে রোমাঞ্চকর ক্রিকেট উপহার দেবে।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিইও নিজামউদ্দিন চৌধুরী বলেন, এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিরিজ। বিশেষ করে এশিয়া কাপের পরপরই এই আয়োজন আফগানিস্তানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক আরও দৃঢ় করবে। এজন্য আফগান বোর্ডকে ধন্যবাদ জানাই।

উল্লেখ্য, আসন্ন এশিয়া কাপে একই গ্রুপে রয়েছে বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান। ফলে এক মাসের ব্যবধানে দুই টুর্নামেন্টেই একে অপরের মুখোমুখি হবে দল দুটি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR